০৫-০৭-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- দেহ সহ সবকিছু ভুলে সম্পূর্ণ ভিখারী হও, শিবপুরী আর বিষ্ণুপুরীতে নিজের বুদ্ধিযোগ লাগাও"

প্রশ্ন : -- কোন্ বিষয়ে, বাচ্চারা তোমাদের বাবার সমান উদার হৃদয়ের হতে হবে ?

উত্তর : -- বাচ্চারা, বাবা যেমন উদার হৃদয়ের হয়ে তোমাদের থেকে খারাপের সামান্য খড়কুটো পর্যন্ত নিয়ে, তোমাদের বিশ্বের বাদশাহী দেন । তোমাদের এমনই উদার হৃদয়ের হতে হবে । বিভিন্ন জায়গায় এই ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দাও । তিন - চারজনও যদি ভালো পদ পায় ---'অহো সৌভাগ্য'। সুপুত্র হয়ে সদ্গুরুরকে শো করাও । কখনোই কারোর থেকে অর্থ ইত্যাদি চেও না ।

গীত : - শৈশবের দিন ভুলে যেও না....

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের পরিবর্তনের জন্য এইসব গান । বাপদাদা আর মাম্মা । মা হন দু'জন । দাদী (গ্র্যান্ড মাদার) এবং মাতা । আবার ইনি তোমাদের দাদীও । তোমরা হলে ব্রহ্মার সন্তান এবং শিবের পৌত্রী । মাম্মাও ব্রহ্মার সন্তান সরস্বতী । তিনিও শিববাবার পৌত্রী । বাচ্চাদের সামলানোর জন্য জগদম্বা নিমিত্ত হয়েছেন । শিববাবা হলেন বহুরূপী । তিনি তোমাদের সঙ্গে অদ্ভুত এক খেলা খেলেন । তোমাদের মনোরঞ্জন হয়, তাই না । যখন বিয়ে ঠিক হয় তখন অনেক উৎসব করে আর যখন বিয়ের সময় হয় তখন দুজনেই ছেঁড়া কাপড় পড়ে, তেল লাগায় । এই নিয়মও এখানকার । বাচ্চারা, তোমাদেরও বাবা বোঝান যে, সম্পূর্ণ ভিখারী হতে হবে । কিছুই যদি না থাকে তাহলে সবকিছুই পেয়ে যাবে । দেহ সহিত কিছুই যেন না থাকে । শিবপুরী আর বিষ্ণুপুরীর সাথেই বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে । আর কোনো জিনিসের প্রতি যেন আসক্তি না থাকে, তাহলে দেখো বাবা তোমাদের কিভাবে আনন্দ দেন । এও বাবার এক রহস্য । তোমরা দেখো --- মীরার কতো গায়ন । এই পবিত্রতার কারণেই লোকলাজকে উপেক্ষা করেছিলেন তিনি । তাঁর কতো নাম হয়েছিলো । তিনি তো অমৃতও পান নি । কেবল কৃষ্ণের সঙ্গে প্রীতি ছিলো তাঁর । কৃষ্ণপুরীতে যাবো, তাই আমি বিষ ছেড়েছি । স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী যেমন সতী হয় । এখন এমন তো নয় যে মীরা স্মরণ করতে করতে কৃষ্ণপুরীতে চলে গেলেন । কৃষ্ণপুরী তো তখন ছিলো না । মীরার ঘটনা ৫ - ৭শ' বছর হয়েছে । তাঁর ভক্তি অতি সুন্দর ছিলো তাই কোনো ভালো ভক্তের ঘরে জন্ম নিয়েছেন । তাঁর নাম কতো চলে আসছে । এ তো ছিলো ভক্ত মীরা । তোমরা প্রকৃত জ্ঞান মীরা হও । তোমরা তো এসেইছো সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী মহারাণী হওয়ার জন্য । যদিও অশিক্ষিতরা শিক্ষিতদের সামনে নত হবে তবুও মহারাণী তো হবে, তাই না । যদি ছেলেবেলাকে ভুলে বাবার হাত ছেড়ে দাও তাহলে কখনোই তো মহারাণী হতে পারবে না আর প্রজাতেও কম পদ পাবে । বৈকুন্ঠতে আসবে কিন্তু কম পদ । বাবা বুঝিয়েছেন যে ভক্তি যারা করে তাদেরও জিজ্ঞেস করা উচিত যে তোমরা কি চাও ? কৃষ্ণের ভক্তি কেন করো ? অবশ্যই তোমাদের মনে হয় যে তাঁর রাজধানীতে যাবো কিন্তু সেখানে কিভাবে যাবে ? অনেক মানুষই বলে যে আমাদের শান্তি চাই কিন্তু সম্পূর্ণ দুনিয়াতেই তো এখন অশান্তি । তোমাদের একজন শান্তি পেলে আর কি হবে । আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্য সদা সুখী করতে পারি । এই ভারতে দেবতারা সদা সুখী ছিলেন । এখন সেই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । এখানে তো হলোই মায়ার রাজ্য । শান্তি এখানে পাওয়া যায় না । শান্তির জন্য আলাদা জায়গা আর সুখের জন্য আলাদা জায়গা । সুখধামের অর্থ যেখানে

সবাই সুখী । সেখানে একজনও দুঃখী থাকে না । আর দুঃখধামে একজনও সুখী থাকে না । এখানে যথা রাজা - রাণী তথা প্রজা সকলে দুঃখীই দুঃখী । সুখধামে তো পশুরাও কখনো দুঃখী থাকে না । শান্তির দুনিয়া আলাদা, যাকে নির্বাণধাম বলা হয় । মানুষ বলে বুদ্ধ পার নির্বাণে গেছে কিন্তু কোথাও যায় নি । যদি নিজেই চলে যান তাহলে কিভাবে গেলেন । এখানে সবাই দুঃখীই দুঃখী । সবাই লড়াই করছে । বার্মা, শ্রীলঙ্কা বৌদ্ধদের । তারাও বলে হিন্দুরা চলে যাও । তারা সহ্য করতে পারে না । এখন বাবাও দেখেন যে, তাদেরও ধর্ম হয়ে গেছে তাই তারা আর এদের সহ্য করতে পারে না, তাই সবাইকে বের করে দেয় । সত্যযুগে কেবল একটিই ধর্ম থাকে । এই সমস্ত জ্ঞান বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । চিত্র হাতে নিয়ে বাণপ্রস্থীদের সেবা করা উচিত । মন্দিরে গিয়ে বলা উচিত । ওখানে গিয়ে কথা বলা উচিত । শঙ্করের সামনে শিবলিঙ্গ দেখানো হয় । তাহলে নিশ্চই তিনি শঙ্করের থেকে বড় । শঙ্করই যদি ভগবানের রূপ হয় তাহলে তাঁর সামনে শিবলিঙ্গ রাখার কি দরকার । এ সবই সন্ন্যাসীদের ছড়ানো কথা, তাঁরা নিজেদের ব্রহ্ম জ্ঞানী, তত্বজ্ঞানী মনে করেন । তাঁরা তো শিবের কথা জানেনই না । ব্রহ্ম তত্ব তো থাকার জায়গা । ওরা তো ব্রহ্ম এবং তত্বকে এক মানে না । আচ্ছা, ব্রহ্ম জ্ঞানী, তত্ব জ্ঞানী না হয় হলো কিন্তু নিজেকে শিব কেন বলে ? তাঁরা মনে করেন, শিব আর ব্রহ্ম একই । যদি একই হবে তাহলে তিন নাম কেন আলাদা - আলাদা রাখা হয়েছে ? শিবের তো লিঙ্গ রূপে পুজো হয় । ব্রহ্ম বা তত্বের পুজো কোন্ রূপে দেখানো হয়েছে ? সে তো হলো থাকার জায়গা । মানুষ তো খুবই দ্বিধায় রয়েছে । বাচ্চারা, তোমাদের এখন হুঁশিয়ার হতে হবে । সন্ন্যাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ, যাঁরা প্রকৃত দেবী - দেবতা ধর্মের হবে, তাঁরা চট্ করে এই জ্ঞান ধারণ করবে । যারা তিন - চার জন্মের জন্য কনভার্ট হয়ে গেছে তারা এতো তাড়াতাড়ি আসবে না । যারা সামান্য সময়ের জন্য কনভার্ট হবে তারা চট্ করে চলে আসবে । বাবার মধ্যে এই চেষ্টা আছে, তাই না । আত্মা হলো সূঁচ আর বাবা চুম্বক । এখন সূঁচে জং লেগে আছে । এই জং ধরা সূঁচ উপরে কিভাবে যাবে । জং ধরা জিনিস কেরোসিনে ডুবিয়ে রাখা হয় । বাবা এই জ্ঞান অমৃতের দ্বারা সকলের জং দূর করেন, এরপর আমরা প্রকৃত সোনা হয়ে যাবো । তোমরা এখন পাথরনাথ থেকে পারসনাথ তৈরী হচ্ছো । ভারত একসময় পারসপুরী ছিলো । এখন সোনার দাম কতো বেড়ে গেছে । এরপর ওখানে অনেক সস্তা হয়ে যাবে । এখন এই ভারত পাথরপুরী হয়ে আছে । এরপর পারসপুরী হবে । আমাদের বুদ্ধিতে ওই চক্র ঘুরতে থাকে । সারাদিন যদি চক্র বুদ্ধিতে ঘোরে তখনই চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে । এই কথা দুনিয়াতে কেউই জানে না । তোমরা জানো যে, সত্যযুগে যাঁরা রাজ্য করেন তাঁদের ৮৪ জন্ম, এরপর ত্রেতায় অবশ্যই জন্ম কম হবে । কোথায় ৮৪ জন্ম আর কোথায় মানুষ ৮৪ লাখ দেখায় । তখন তো কল্পও কতো বড় চাই, যাতে এতো জন্ম হতে পারে । এসবই হলো গল্পকথা । সবসময় চিত্র সামনে দেওয়া উচিত । কখনোই তোমরা অর্থ চেও না । তোমাদের কাজই হলো ওদের দেওয়া । কিছু দিতে হলে তারা নিজের থেকেই দেবে । কেউ যদি মূল্য জিজ্ঞেস করে, বলো বাবা তো গরীবের ভগবান । গরীবের জন্য তো ফ্রি । বাকি বিত্তবানরা যা দেবে তাতে আমরা আরো ছাপাতে পারি । আমরা পয়সা কখনো নিজেদের কাজে লাগাই না । আমরা যা পাই তা অন্যের কাজে লাগানো হয় । বিত্তবান আদি হলে তারা তো ধর্মশালা ইত্যাদি বানাবেন, তাই না । হ্যাঁ, গরীবরাও বানাতে পারে, এতে তেমন খরচ নেই । যেমন কাঁকর গ্রামের মাতা বলেছিলেন যে, আমি সেন্টার খুলবো । এমন ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ - ৪ জনও যদি ভালো পদ পায় তাহলে --"অহো" তাদের ভাগ্য । এরজন্য উদার হৃদয়ের প্রয়োজন । বাবাকে দেখো তোমরা, কতো উদার হৃদয় তিনি । সমস্ত খড়কুটো, আবর্জনা নিয়ে তিনি বাদশাহী দেন । সুপুত্ররাই বাবার এই সেবাকাজ করতে পারে । কুপুত্ররা আর কি করবে । কুপুত্রদের খোড়াই বাবা বর্সা দেবেন । তোমাদেরও সদ্গুরুকে শো করাতে হবে । কাম বা

ক্রোধে এলেই সদ্গুরুর নিন্দা করিয়ে ফেলবে তখন পদ পেতে পারবে না । খুব সাবধানে চলতে হবে ।

তোমাদের সব ধর্মের মানুষদের বোঝাতে হবে । মুসলমানদেরও বোঝাও -- তোমরা খুদার বন্দনা করো তাহলে নিশ্চই তোমরা তাঁর অনুগত হলে । এই খুদা কোথায় আছেন ? খুদাই রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান বলতে পারেন । তিনি তো শান্তিধামে থাকেন । তাঁকে স্মরণ করে তোমরা শান্তির আশীর্বাদী বর্সা নিতে পারো । এই বর্সা নিতে নিতে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে তখন তোমরা খুদার কাছে চলে যাবে । এই জ্ঞান হলো সব ধর্মের জন্য । এ হলো সম্পূর্ণ নতুন কথা । এই জ্ঞানে তোমাদের তরী পার হয়ে যায়, আর কোথাও যাবার প্রয়োজন হয় না । তাই মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা এখন স্বর্গে যাচ্ছো, তাই তোমাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । তোমরা দেখো, ভারতে পবিত্রতা না থাকলে সবাই ধাক্কা খেতে থাকে । এখানে কতো হাঙ্গামা ---যা গান্ধী শিখিয়ে গেছেন, প্রজারা তা অনুসরণ করছে । মেথর, মজদুর, ড্রাইভার আদি স্ট্রাইক করে আর গভর্নমেন্টকে দম অস্থির করে দেয় । গভর্নমেন্ট তাদের পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, এতো খরচা আমরা কোথা থেকে করবো ? তখন তারা বলে, তোমরা তো অর্থ দিয়ে ফুর্তি করছো, অর্থ একত্রিত করছো । আমরা থোড়াই অন্যায় করেছি, আমাদের পারিশ্রমিক চাই । তারা স্ট্রাইক করে তখন কাজ বন্ধ হয়ে যায় । এ সব তো হতেই হবে । কোথাও আনাজ - সব্জী পাওয়া যাবে না, কোথাও আবার দুধ পাওয়া যাবে না । যেখানে - সেখানে ঝগড়া - অশান্তি লেগেই থাকবে । এই সমস্ত হাঙ্গামা হয়ে তারপর শান্তি আসবে । অর্জুনকে বিনাশের আর বিষ্ণুপুরীর সাক্ষাৎকার তো করানো হয়েছিলো । তোমাদেরও এখন তা হচ্ছে । দেখো, তোমরা আমার কতো প্রিয় বাচ্চা । তোমরা অনেক জন্মের অন্তে এসে মিলেছো, তাই সম্পূর্ণ সৌভাগ্য নাও ।

(খুব জোরে বর্ষণ হচ্ছিলো) দেখো, বাবার জ্ঞান বর্সাও অনেক হয়েছে, সেই বর্সারও অনেকেই বর্ষণ হয়েছে । বৃষ্টির জন্যও মানুষ যজ্ঞ করে আবার শান্তির জন্যও যজ্ঞের রচনা করে, কিন্তু শান্তিপূর্ণ তো একমাত্র ভগবান । তিনি যখন আসেন, তখন শান্তির জ্ঞান দেন । দাতা তো একমাত্র তিনিই । ভালো বাচ্চাদের মিষ্টি - বাচ্চা বলা হয় । যে মিষ্টি খাওয়ানো হয় সে হলো এই দুনিয়ার মিষ্টি, এ হলো রুহানী মিষ্টি যা রুহানী বাবা দেন । দেহী - অভিমানী হয়ে থাকা হলো বড় লক্ষ্য, এতেই যত পরিশ্রম । বাবা বলেন আট ঘন্টা তো দেহী - অভিমানী থাকো । শরীর নির্বাহের কারণে কাজ করলেও । রাতে জাগলে খুব ভালো লগন হবে । এ তো রোজগার, তাই না । হে নিদ্রাজয়ী বাচ্চারা, আমাকে শ্বাসে - প্রশ্বাসে স্মরণ করো । বিচার সাগর মন্থন করো । তোমরা রাত - দিন যত যোগে থাকতে পারবে, ততই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । যত জ্ঞানের মন্থন করবে, ততই কামাই করবে । বাকি সেবা তো অনেকই আছে । বাবাকে জিজ্ঞেস করলে বাবা বলবেন, বসে থাকো, আরাম করো । এতে জিজ্ঞেস করার কোনো দরকার নেই । বাবা কি এই সমাজ কি বলবে, সেই কথা ভাবেন ! আরে, তোমরা তো বাদশাহী পাবে । বাকি হ্যাঁ, এক এক জনের তাদের নিজের - নিজের পার্ট । তোমাদের বাবার কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে । প্রত্যেককে রায় জিজ্ঞেস করা হয় কারণ প্রত্যেকেরই কর্মবন্ধন আলাদা । অর্থ থাকলে অলৌকিক সেবায় সফল করা উচিত । বাচ্চাদের মহাবীর হতে হবে । এই গায়নও আছে যে, আমার তো এক শিববাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নেই । তিনিই সকলের বাবা । শিববাবা বলেন যে, আমি সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি । বাবা বলেন, এই দুনিয়ার একটি মানুষও ত্রিকালদর্শী, আস্তিক নয় । সকলেই নাস্তিক । কেউই বাবাকে জানে না । বাকি ঋদ্ধি - সিদ্ধি জানে এমন অনেকেই আছে । এই মায়াও কম কিছু নয়, এই মায়াকেই জয় করতে হবে, তাই কবচ

পড়ে থাকবে । কবচের অর্থ হলো মনমনাভব । শিববাবাকে স্মরণ করো আর দেহী – অভিমানী হও । এই অন্তিম জন্মে তোমরা একবারই দেহী – অভিমানী হও । এরপর সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত দেহী – অভিমানী হওয়ার শিক্ষা কেউ দেয় না । এই সময়ই দেহী – অভিমানী হতে হয় কেননা এখন তোমাদের এই শরীর ত্যাগ করে আমার কাছে আসতে হবে । দেবতারা কেন দেহী – অভিমানী হবে ? তাঁদের থোড়াই ফিরে যেতে হবে । এই জ্ঞান এখন তোমরা পাও । তোমরা অশরীরী ছিলে তারপর শরীর ধারণ করে অভিনয় করেছো, এখন আবার এই শরীর ত্যাগ করে ফিরে যেতে হবে । নিজের অবস্থা তৈরী করতে হবে । মায়াকে জয় করতে হবে । গৃহস্থ জীবনেই তো তোমাদের থাকতে হবে । হাঁস আর বক একসাথে থাকলেই বিঘ্ন আসে । অসুরদের অত্যাচারও তো অনেক সহ্য করতে হয় । তোমরা ঘরে বসেই প্রতিজ্ঞা করো -- বাবা, যা কিছুই হোক না কেন, আমরা তোমার থেকে অবশ্যই আশীর্বাদী বর্সা নেবো । কতো মার খায় । ড্রামা অনুসারে এই পার্ট আগের কল্পেও হয়েছিলো । যারা অনেক অত্যাচার সহ্য করে তারাই ভাগ্যশালী । তবুও তো এসে বাবার সাথে মিলিত হয়েছে । ওদের প্রালব্ধ তো তৈরী হয়েছে, তাই না । হ্যাঁ, এতে পরিশ্রম তো আছেই, মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে । যতক্ষণ বেঁচে আছো, জ্ঞান – অমৃত পান করতেই হবে । বাবা নতুন নতুন কথা বোঝাতে থাকেন । তিনি যুক্তিও বলতে থাকেন । একে বিচার সাগর মন্থন বলা হয় । বুদ্ধির মন্থন দণ্ড চালানো উচিত । রাতেও শিববাবাকে স্মরণ করে ঘুমাও, সেবার যাদের শখ থাকবে, তাদের থোড়াই ঘুম আসবে । তাদের খেয়াল চলতেই থাকে যেমন এই পয়েন্টে কি কি বোঝানো যায় । জ্ঞানকে খুব ভালোভাবে নিজের ভিতরে গুলে খেতে হবে । যখন জ্ঞানের মন্থন করবে তখনই রাজতিলক নেওয়ার যোগ্য হবে । যারা খুব তীক্ষ্ণ বাচ্চা, তাদের অনুসরণ করা উচিত, এ হলো অনেক বড় কামাই, যাদের কাছে লাখ বা কোটি টাকা আছে, সে সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে । অল্প সময়ে দেখো যে কি হয় । তখন মানুষ জাগবে । লড়াই ইত্যাদির রিহার্সাল হতেই থাকবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনকিছুতেই আসক্তি রাখবে না । দেহী – অভিমানী হয়ে থাকতে হবে । স্মরণের কবচ সর্বদা পড়ে থাকতে হবে ।

২) নিদ্রাকে জয় করে শ্বাসে – প্রশ্বাসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, জ্ঞানের মন্থন করে কামাই জমা করতে হবে । বুদ্ধির মন্থন দণ্ড চালাতে হবে ।

বরদান : -- ব্রাহ্মণ জীবনে সদা পরিশ্রম মুক্ত থেকে সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন ভব

এই ব্রাহ্মণ জীবনে দাতা, বিধাতা আর বরদাতা ---এই তিন সম্বন্ধে তোমরা এমন সম্পন্ন হয়ে যাও যাতে বিনা পরিশ্রমেই রুহানী আনন্দে থাকতে পারো । বাবাকে দাতার রূপে স্মরণ করলে রুহানী অধিকারী ভাবের নেশা থাকবে । শিক্ষক রূপে স্মরণ করলে -- আমি গডলী স্টুডেন্ট, এই ভাগ্যের নেশা থাকবে আর সদ্গুরু প্রতি পদে তাঁর বরদানে আমাদের চালিয়ে যাচ্ছেন । প্রতি পদে শ্রেষ্ঠ মত হলো বরদাতার বরদান । এমন সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন থাকলে পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ।

স্লোগান : -- বুদ্ধির হালকা ভাব এবং সুক্ষ্মতাই হলো সবথেকে সুন্দর পার্সোনালিটি ।